Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানায় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen.
Ex. M. L. C.

Registered
No. C. 853

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

আবিষ্কৃত

সোণামুখী

কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৪শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২২শে পৌষ বুধবার ১৩৫৪ ইংরাজী 7th Jan. 1948 { ৩১শ সংখ্যা

আপনার

কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

করপোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম : ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে পৌষ বুধবার সন ১৩৫৪ সাল

বঙ্গীয় নিরাপত্তা বিল

—:০:—

পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গত ৫ই জানুয়ারী নিরাপত্তা বিল ধারায় ধারায় বিবেচনার জন্য গৃহীত হইয়াছে। এই দিন ৩৬টী ধারার মধ্যে প্রথম ধারাটী গৃহীত হইয়াছে। দুই একটী আপত্তি বা সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল বটে, তাহা যখন মসলেম লীগ দল বিরোধিতা করেন তখন ৫০—১৩ আবার যখন তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকেন তখন ৪৮—২ এই রকমভাবে বিলের ধারা পাশ হয়। যেমন ঘরপোড়া গরু রাঙা মেঘ দেখলে ভয় করে, যার গরুকে কুমীরে খায়, সে ঢেঁকী দেখলে ভয় করে, তেমনি বৃটিশের আমলের আঠার-র তিন আইন মানুষকে বিভীবিকা-গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই আইন পাশ হবার আগেই সেকালের মত পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখিয়া ভীতির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। বিল যখন আইনে পরিণত হইবে তার আগেই উহাতে আপত্তি করা শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনগণের রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা ত্রস্ত বা কম্পিত হওয়ারই পরিচায়ক। বাঙলার লোক বিশেষতঃ সাধারণ গৃহস্থ লোক খাকী উর্দ্দী ও লাল পাগড়ি দেখিলে সেদিক এড়িয়ে চল্‌তো। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী মহোদয় পর্য্যন্ত সকলেই আশা দিয়াছেন—আইনানুগ শান্তিকামী জনগণের এই আইনে আপদ অপেক্ষা নিরাপত্তাই বৃদ্ধি পাইবে, তখন জল না দেখিয়া মোজা খোলার আবশ্যক নাই। আমরা মাত্র কয়েক মাস অধীনতা মুক্ত হইয়াছি। এতদিন সাধারণ পাহারাওয়ালাকেও তোষামোদ করিয়া জমাদার সাহেব বলিয়া খুসী করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আরও না হয় কিছুদিন তেমনি করা যাবে। সীমানা লইয়া যে অশান্তি দেখা যাইতেছে, তাহাতে শাসকবর্গের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকিলে তাঁহাদের রাজ্য রক্ষাকার্য্যে কোনও ওজর চলিবে না। তখন সকলেই তাঁদের বলি বার সুযোগ পাইবেন—যে হাতিয়ার চাহিয়াছ, তাই পাইয়াছ, তবে কেন যুদ্ধ জয় করতে পারিবে না? সুতরাং নিরাপত্তা বিলে আপত্তি না চলা মন্দ অপেক্ষা ভালই ফল করবে মনে হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি

মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব ও স্মারকলিপি পেশ করিবার তারিখ ১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাই স্কুল ও হাই স্কুলের পরিচালক সমিতি মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে যাহাতে তাঁহাদের অভিমত জানাইতে পারেন তজ্জন্য শীঘ্রই তাঁহাদের নিকট একটি প্রশ্নতালিকা প্রেরণ করা হইবে। স্কুলকর্ত্তৃপক্ষকে কমিটির নিকট অতি সত্বর তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যবস্থাক্রমে কমিটি কর্ত্তৃক গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবার সময়ও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পরিভাষা সংসদ

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার অফিসের কাজে ব্যবহৃত ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নির্ব্বাচনের জন্য যে পরিভাষা সংসদ গঠন করিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী শ্রীসজনীকান্ত দাস তাহার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইক্ষু ফসলের প্রথম পূর্ব্বাভাস

পশ্চিম বঙ্গের ইক্ষু ফসলের প্রথম পূর্ব্বাভাস হইতে জানা যায় যে, এ বৎসর (১৯৪৭-৪৮ সালে) আনুমানিক মোট ৬৫,১০০ একর জমিতে উক্ত ফসলের চাষ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে গত বৎসর ৬১,৫০০ একর জমিতে ইক্ষুচাষ করা হইয়াছিল। এবারকার ফসলের উপর আবহাওয়ার প্রভাব মোটের উপর অনুকূল এবং ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

অর্দ্ধকুম্ভ মেলা

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদের অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা করা যুক্ত প্রদেশের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে সম্ভব হইবে না বলিয়া উক্ত প্রদেশের সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। কাজেই তীর্থযাত্রীদিগকে নিজেদের রেশন সঙ্গে লইয়া যাইতে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন

মুর্শিদাবাদে রাজাজীর ভাষণ

৭ই জানুয়ারী বহরমপুর সার্কিট হাউসের সম্মুখে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভায় বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী, মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটীর মানপত্রের উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর শ্রীরাজাগোপাল আচারী সকল সম্প্রদায়ের লোকদের ঘৃণা ও ঈর্ষা ভুলিয়া ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বলেন। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি নজর দেওয়ার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া রাজাজী বলেন—ইতিপূর্ব্বে আমরা বিদেশ হইতে শুধু উৎপন্ন দ্রব্যই ক্রয় করিতাম কিন্তু এখন আমাদের বিদেশ হইতে খাদ্যও ক্রয় করিতে হইতেছে। কোন নিঃস্ব লোক যখন ধার করা টাকায় ভালভাবে দিন কাটায় তখন তার যা অবস্থা আমাদের অবস্থাও হইয়াছে আজ তদ্রূপ। উৎপাদন না বাড়াইলে মূল্য বাড়িবেই এ অবস্থায় মজুরী যাহাই হউক না কেন সাধারণের দুর্গতি কমিবে না। হয় আমাদের নিজেদের জন্য না হয় রপ্তানীর জন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে।

খাদি বোর্ড

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের বস্ত্র সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে চরকায় সুতাকাটা এবং তাঁতে কাপড় বোনার দ্রুত প্রসার সাধন করিয়া খাদি শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদি বোর্ড গঠন করিয়াছেন। বোর্ডের আত্মনিয়ন্ত্রণা-

ধিকার থাকিবে এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ও অন্যান্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বোর্ডের ব্যয় সঙ্কুলান করা হইবে। বোর্ড কয়েকটি খাদি কেন্দ্র গঠন করিবেন এবং প্রদেশের অন্যান্য খাদি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবেন। বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং খাদি মণ্ডলের শ্রীপঞ্চানন বসু যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও অনারারী সেক্রেটারীরূপে বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করিবেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দাসগুপ্তা, অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সিংহ রায়, খাদি মণ্ডলের শ্রীসুধীরচন্দ্র সাহা, খাদি মন্দিরের শ্রীগগনচন্দ্র জানা, সেবাসঙ্ঘের শ্রীভীমচরণ পাত্র, আলোক কেন্দ্রের শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এবং শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডিরেক্টরেট অব ফরেষ্টস্

পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'চীফ কন্‌জারভেটর অব ফরেষ্টস্' এর পদ লোপ করিয়া তৎস্থলে 'ডিরেক্টর অব ফরেষ্টস্' এর একটি স্থায়ী পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ডিরেক্টর অব ফরেষ্টস্' ফরেষ্ট সার্কেল দুইটির কার্য্যের সমন্বয়-সাধন করিবেন। গবেষণা বিভাগগুলির কার্য্যও ডিরেক্টর অব ফরেষ্টস্' কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

বহরমপুরে বাংলার গভর্ণর মহোদয়ের শুভাগমন

গত ৬ই জানুয়ারী বাংলার মহামান্য গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী স্পেশাল ট্রেণযোগে প্রাতে বহরমপুরে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা নামগিরি, প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সেন ও মিলিটারী সেক্রেটারী লেঃ কর্ণেল চাটার্জ্জি ইত্যাদিও আসেন। সেই দিন তিনি সকাল ৮টার সময় সদলবলে শোভাযাত্রা করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমারের বাসস্থান পরিদর্শন করেন ও তৎপরে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানগুলি যথা—নবাব সিরাজের খোসবাগস্থিত সমাধিস্থান, কাটরার মসজিদ, জগৎ শেঠের বাড়ী দেখিয়া সন্ধ্যায় কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের রাজবাড়ীতে শুভাগমন করেন এবং কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া রাত্রিতে তথায় আহার করেন। পরদিন ৭ই জানুয়ারী একটী সাধারণ সভায় তাঁহাকে জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা যথা—বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা বোর্ড, জেলা কংগ্রেস কমিটী ও মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েশন তাঁহাকে মানপত্রে অভিনন্দিত করা হয়। তদুত্তরে তিনি একটি ভাল বক্তৃতা করেন। তিনি সকলকে মিলিয়া মিশিয়া থাকিয়া সুসংযত ভাবে দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সফল করিয়া তুলিতে উপদেশ দেন। ঝগড়া বিবাদ না করিয়া তিনি কাজ করিয়া যাইতে বলেন। সাধারণ সভার পর স্থানীয় মেয়েদের কলেজে যান এবং সেখান হইতে মহারাণী কাশীশ্বরী বিদ্যালয়ে জাতীয় প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং রাত্রি দশটায় কলিকাতা ফিরিয়া যান। 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'

উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

সম্প্রতি সিউড়ী সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, কে, অধিকারীর চেষ্টায় সিউড়ীর ষ্টেশন মাষ্টারকে আবদুল কাসেম নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। মিঃ অধিকারীর সহিযুক্ত নোট ষ্টেশন মাষ্টারকে দেওয়া হয় এবং পরক্ষণেই পুলিশ তল্লাসী করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪৮

১৯৪৭ সালের ডিক্রীজারী

৫৭৭ থাং ডিঃ ব্রজনাথ রায় কমন ম্যানেজার দেং রসরাজ চট্টোপাধ্যায় মৃতাস্তে ওয়ারিশ পৌত্র তেঁতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাবালক দিং দাবি ৩২৸/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৮৮ শতকের কাত ৪।৵০ আঃ ২৫৲ খং ৫৩২

৫১৭ থাং ডিঃ নবকুমার সিংহ দুধোরিয়া দিং দেং কালু ও আমির সেখ মৃতাস্তে ফুলবাস সেখ দিং দাবি ১৫।/৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৮ শতকের কাত ১৶৩ আঃ ১০৲ খং ৪০০

৫১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং তারাপদ রায় দাবি ১৩৸৶১০ মৌজাদি ঐ ২৭½ শতকের কাত ১/৮ আঃ ৫৲ খং ৫১৯

৫২০ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাপদ রায় দাবি ১৪৶৯ মৌজাদি ঐ ২৭½ শতকের কাত ১/৮ আঃ ৫৲ খং ৫১৯ মোকররী স্বত্ব

৫২১ থাং ডিঃ ঐ দেং লোহারাম মাল দিং দাবি ২৩৸৶৯ থানা ঐ মৌজে উদয়নগর ৪৩ শতকের কাত ২৸৬ আঃ ১০৲ খং ১২০

৪৩৮ থাং ডিঃ রাজা প্রতিভানাথ রায় দিং দেং রেংগ্রা মাঝি দিং দাবি ১১৸৫ থানা সাগরদীঘি মৌজে দ্বারিকাপাড়া ২৯ শতকের কাত ১১/২ পাই নিজাংশে ॥১০ পাই আঃ ৫৲ খং ৬৪ স্থিতিবান স্বত্ব

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয়
হইতে উপাধি প্রাপ্ত :

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ
গাজিন, পোঃ নুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরবল্লী

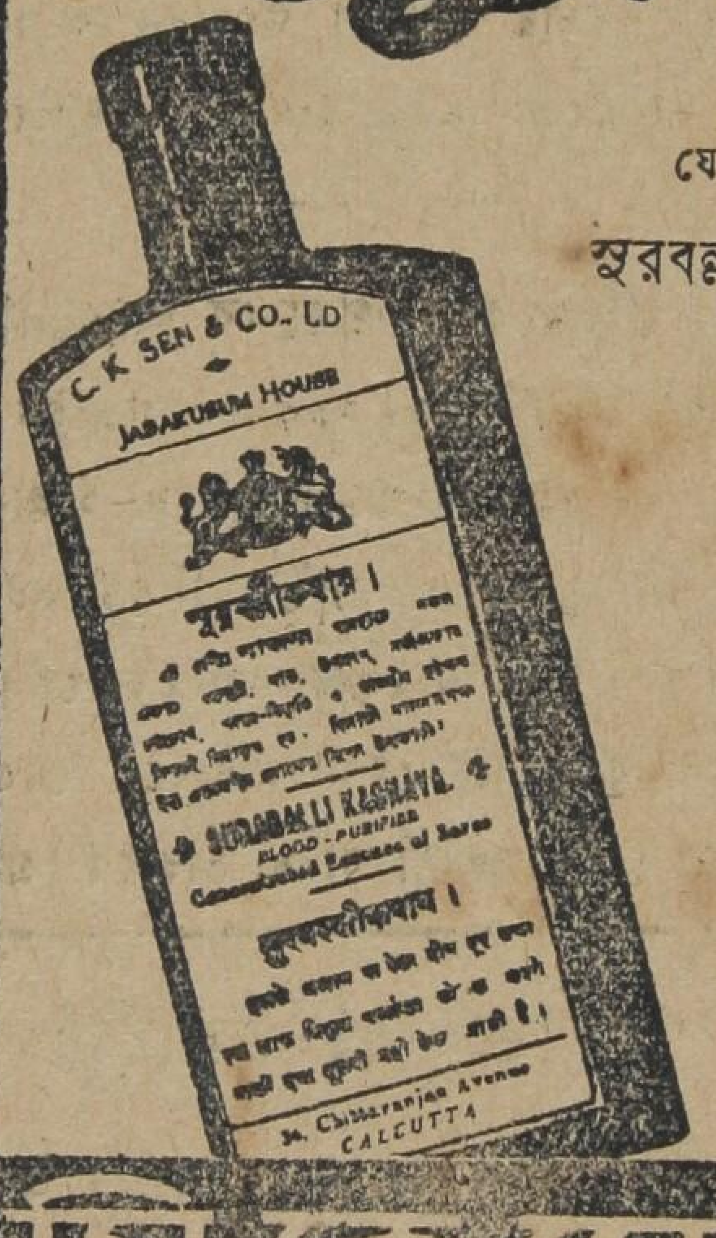

যে সব ডাক্তাররা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত